মামলাবাজ

অরপি আহমেদ

মামলা ভাই।

হ্যালো। মামলা ভাই।

হ্যালো কে?

আমি মজনু।

আরে মজনু কি খবর? কেমন আছেন?

জি ভাল আছি। একটা খবর আছে মামলা ভাই।

কি খবর?

মামলা কাররা জন্য একটা জব্বর খবর পাইসি মামলা ভাই। এইজন্যই আপনারে ফোন করলাম।

মামলার কথা শুনতেই মামলা মতির চোক্ষু দুইটা বড় বড় হইয়া উঠিল। সারা শরীররে উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিল। বহুদিন কারো বিরুদ্ধে মামলা করা হয় নাই। সুযোগ পাওয়া যায় নাই। বেজায় কষ্টে দিন যাইতেছিল। হঠাৎ মামলার কথা শুনিয়া মামলা মতির শরীরে বেজায় উত্তেজান বোধ শুরু হইল। ইচ্ছা হইতেছিল তা ধিং তা ধিং করিয়া এক চক্কর নাচিয়া নেয়।

আজকাল যেন কেউ কোর্ট কাঁচারিতে যাইতে চায় না। অথচ আমার মামলা ছাড়া কিছুই ভাল লাগেনা। কারো ক্ষতি করিতে না পারিলে আমার দম বন্ধ হইয়া আসে। পাগল পাগল লাগে। দীর্ঘদিন কোন মামলা করিতে পারিতেছিনা। মামলা করার কোন সুযোগও পাইতেছিনা। দীর্ঘদিন পর মামলার খবর পাইয়া ঘোর দেখা দিয়েছে। ঘন ঘন নিধশ্বাস পড়িতে শুরু করিল।

তাই নাকি?

জি মামলা ভাই। তবে এই খবরের জন্য আমাকে পাঁচশত টাকা দিতে হইবে।

উত্তেজনায় মামলা মতির গলা ফ্যাশ ফ্যাশে হইয়া উঠিল। ফ্যাশ গলায় বলিল,

পাঁচশ টাকা কেন? প্রয়োজনে পাঁচ হাজার টাকা দিব। তবুও মামলা করিতে হইবে। শিক্ষা দিতে হইবে। কঠিন শিক্ষা। বাঙালীকে শিক্ষা না দিলে তারা শিখিবেনা। মামলা করিয়াই তাদেরকে কোর্ট কাঁচারীর ঘাট খাওয়াইয়াতে হবে। আইন শিখাইতে হইবে।

মামলা মতির কাছে টাকা কোন সমস্যাই না। সরকার আমারে টেকা দেয়। সেই টাকা আমি মামলার পিছনেই ব্যয় করি। মামলা মতির কাছে টাকা কোন সমস্যাই না। মামলা করার জন্য আমাকে টাকা দেই। মাঝে মাঝে মামলা করার জন্য টাকা নেইও। আমার নাম মামলা মতি। মামলা ছাড়া কিছু বুঝিনা।

খবরটা কি সত্যি?

যে মামলা ভাই। খবরটা সত্যি। তবে যার ঘটনা তারেও কিছু টেকা পয়সা দিয়া মামলা করার জন্য রাজী করাইতে হইবে মামলা ভাই।

টাকা! মামলা মতির কাছে টাকা কোন সমস্যাই না মজনু। সরকারে আমারে টেকা দেয়। সেই টাকা আমি মামলার পিছনেই ব্যয় করি। মামলা মতির কাছে টাকা কোন সমস্যাই না। মামলা করিতে হইবে। বাঙালীকে আইন শিখাইতে হইবে। কোর্ট কাঁচারি কি জিনিষ তা হাড়ে হাড়ে বুঝাইতে হইবে।

মামলা মতি। জন্মের পর কাজের বুয়া আর ধাত্রী বেটি আমার নাম রাখিয়াছিল গোলাম মতিউর রহমান। কিন্তু সেই নাম ছাপাইয়া এই সমাজে আমার নাম হইয়াছে মামলা মতি। মামলা করিতে করিতে সবার কাছেই আমি এখন মামলা মতি নামেই পরিচিত। কেউ কেউ মামলাবাজ বলে। অনেকে আবার গোলমালবাজও বলে। যেখানেই গোলমাল সেখানেই আমি। সেখানেই মামলা।

আজকালকার সন্ত্রাসীদের মত নাম যেমন পিচ্চি হান্নান, গড়ি কাসেম মুরগি সেলিম ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনি মামলা ছাড়া কিছু বুঝিনা বলে আমার নাম হইয়াছে মামলা মতি।

কিন্তু যে যাই বলুক তাতে আমার কিছু যায় আসেনা। মামলা মোকদ্দমা ছাড়া আমার কিছু ভাল লাগেনা। নারীর সহতি সহবাসের করিবার মধ্যে যে আনন্দ সেই রকম আনন্দ খুঁজে পাই আমি মামলা করার মধ্যে।

আমার কোন বন্ধু বান্ধব নাই। কারন সবাই আমাকে ঘৃনা করে। এটা আমি জানি। কিন্তু বুঝতে চাইনা। মামলাবাজী আমার রক্তের মধ্যে মিস্যা গেছে। চক্ষের মধ্যে সারাক্ষন মিলর্ড,

মিলর্ড ভাসে। কালো কোর্ট ভাসে। যার বিরুদ্ধে মামলা করেছি তার হাত জোড় করা বিভ্রান্ত মুখ চোক্ষের মধ্যে ভাসে। বড়ই ভাল লাগে। এই গুলান যেদিন চোক্ষের মধ্যে ভাসেনা সেইদিন খালি পাগল পাগল লাগে। উল্টা পাল্টা লাগে। চলতে ফিরতে খাইতে ঘুমাইতে সবসময় মনে হয় কারো বিরুদ্ধে মামলা ঠুইকা দেই। মামলা না করা পর্যন্ত কোন শান্তি পাইনা। পুরাটা সময় আমি মামলার সন্ধানে থাকি। কোন মামলার সন্ধান পাইলেই ছলে বলে কলা কৌশলে সেই মামলা আমি করিয়াই ছাড়ি।

সবার পিছনে আমি লাগিয়া আছি। কাঁঠালের আঠার মত আমি লাগিয়া থাকি। কাউকেই আমি মামলা হইতে রেহাই দেইনা। না আপন। না পর। কেহই আমার হাত হইতে রেহাই নাই। তেল দিয়া কাঁঠালের আঠা ছাড়ানো যায়। কিন্তু আমাকে মামলা হইতে সরানো যায়না।

এই সমাজের কোন অনুষ্ঠানেই আমার ডাক আসেনা। কিন্তু আমি সব অনুষ্ঠানেই হাজির থাকি। মানুষ সেটা পছন্দ করেনা। কিন্তু মানুষের পিছু আমি ছাড়িনা।

আমার কারো ভালো সহ্য হয়না। সুযোগ পাইলেই আমি মামলা ঠুকিয়া দেই। কেউ মামলা করতে না চাইলেও আমি তাকে টাকা পয়সা দিয়া হাত কইরা মামলা কইরা দেই। মামলা করা নোটিশ যখন যার বিরুদ্ধে পাঠাই তখন আমার কি যে ভাল লাগে তা ভাষায় বুঝাতে পারবনা। নারীর সাথে নরের মিলনে যে সুখ সেই সুখ আমি মামলা করার মাধ্যমে অনুভব করি।

দুই.

জন্মের সময় আমার মা আমাকে জন্মদিতে গিয়া খুব কষ্ট পাইছে। জন্ম হওয়ার সাথে সাথে নবজাতক ছেলে মেয়ে কান্নার আওয়াজ শুনা যায়। কিন্তু আমার জন্মের সময় আমি চিৎকার করি নাই। চিৎকার দিয়েছিল আমার মা। চিৎকার দিয়েই তিনি ইন্তেকাল করেন। যেদিন আমার জন্ম হয় বাড়ীতে আজান দেয়ার পরিবর্তে কান্নার রোল উঠেছিল।

সাধারনত দশ মাস দশদিনের মধ্যে সন্তান ভুমীষ্ট হয়। কিন্তু দশ মাস দশ দিন পার হইবার পরও আমার জন্ম হয় নাই। আমার জন্ম হয়েছিল এগার মাস দশ দিন পরে। মায়ের গর্ভে আসার পর থেকেই আমার মা আমাকে নিয়া বেজায় কষ্ট পাইয়াছিল। এগার মাস দশ দিনের দিন আমার জন্ম হবার পরপরই আমার মা আমার চেহারা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। উপস্থিত কাজের বুয়া আর ধাত্রী হতবাক। হতবাক মুখের উপর দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের কাজের বেটা আবদুল এসে চিৎকার করে বলতে লাগল,

মেম্বর সাবরে পুলিশে ধইরা নিয়া গেছে।

মেম্বর সাবরে পুলিশে ধইরা লইয়া গেছে। কাইল সকালে কোর্টে চালান দিব।

চিৎকার দিয়ে কথা বলতে বলতে আবদুলের নজর পড়ল আমার উপর। আবদুলের চিৎকার মাঝ পথেই থেমে গেল। হতবাক হয়ে আবদুল আমার দিকে চেয়ে রইল। সবার হতবাক করা মুখের মাঝে। হঠাৎ করেই আমার মা প্রচন্ড চিৎকার করেই চীরতরে থেমে গেল।

বাবা ছিলেন এলাকার মেম্বার। দুষ্ট প্রকৃতির মেম্বার। সবার জমি জায়গা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টায় লীপ্ত থাকত চব্বিশ ঘন্টা। মিথ্যা মামলা আর পুলিশ দিয়া মানুষকে ফাঁসাইয়া দিয়া জায়গা জমি দখল করত সে। এইজন্য কেউ আমাদেরকে পছন্দ করত না। ধারে কাছেও ঘেষত না।

কিন্তু দিন সবার ভাল যায়না। আমি যেদিন জন্ম নিলাম আর আমার মা যেদিন মারা গেলেন সেইদিন ভুল লোকের মামলার ফান্দে পড়িয়া মামলাবাজ বাবাকে খোদ জেলে যাইতে হইল।

যাকে বলে শেরের উপর সোয়া শের। এতদিন বাবাই ছিল বড় মামলাবাজ। কিন্তু এখন বাবার চাইতে বড় মামলাবাজ বাবাকে ফাঁসাইয়া দিয়ে জেলে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বাবা জেলে। মা চীরতরে বিদায় নিয়েছে। কাজের বুয়া আক্তারী বানু হইল আমার একাধারে পিতা মাতা। নাম রাখিল সে গোলাম মতিউর রহমান।

আক্তারী বানুর কাছেই আমার বেড়ে ওঠা শুরু। মা হারা দুষ্ট প্রকৃতির বাবার একমাত্র ছেলে আমি। ছোটবেলা থেকেই কাউকে আমার পছন্দ হয়না। কারো ভাল দেখতে পারিনা। সবার পিছনে লেগে থাকতাম সারাদিন। বাবার নাম উজ্জল করিয়া বাবার মতই সারাক্ষন মনে হয় কারো ক্ষতি করি। কারো ক্ষতি করিতে না পারিলে মনটা শান্ত হইত না।

পাড়ার ছেলেরা কেউ আমার হাত হইতে রক্ষা পায়নি। ক্লাস থ্রীতে পড়ি তখন। ক্লাসের কেউই আমাকে পছন্দ করতনা। স্যারেরাও না। একদিন পড়া পারিনি বলে বাংলা স্যার সারাটা ঘন্টা ক্লাসে কানে ধরিয়ে দাঁড় করাইয়া রাখল।

টিপু আমার ক্লাসমিট। আমার কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে পুরাটা ঘন্টা সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে। টিপুর হাসি হাসি মুখ দেখে রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে উঠতে লাগল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম টিপুকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে।

পরেরদিন ক্লাসে ঢুকেই দেখি টিপু বসে আছে। আমি গিয়ে টিপুর পিছনের সিটে বসে পড়লাম। ক্লাস শুরু হবার ঘন্টা বাজার কিছুক্ষন পর স্যার ক্লাসে এসে প্রবেশ করতেই সবাই দাঁড়িয়ে গেল। আমি বসে রইলাম। ব্যাগ থেকে কাঠ পেন্সিল বের করে টিপু যেখানে বসে সেখানে হাতে ধরে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখলাম।

স্যার বসতেই সবাই বসে পড়ল।
টিপুও।

টিপু বসতেই কাঠপেন্সিল টিপুর পাছা দিয়ে ঢুকে পড়ল। ছিটকে রক্ত বেরুতে লাগল টিপুর পাছা দিয়ে। চিৎকার দিয়ে টিপু মেঝেতে পড়ে গেল। কাঠপেন্সিল আটকে রইল টিপুর পাছার মধ্যে।

টিপুর পাছার মধ্যে কাঠপেন্সিল। আর সেখান দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে। আর তাই দেখে আমি হাসতে শুরু করলাম। টিপুর চিৎকার আর আমি হাসি সবটাই যেন একাকার হয়ে গেল।

টিপুর পাছায় কাঠপেন্সিল লটকে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ক্লাসের ফ্লোর। সেই দৃশ্য চোখ থেকে সরাতেই পারছিনা। সেই থেকেই এখন পর্যন্ত কারো পাছায় কিছু আটকে আছে বা গলায় মামলা জাতিয় কিছু লটকে আছে ভাবতেই ভাল লাগে।

মামলা মতির কাছে টাকা কোন সমস্যাই না সরকার আমারে টাকা দেয়। সেই টাকা দিয়া আমি মানুষের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ি।

চলবে।